দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...3.0 JUN 1986... ...
পৃষ্ঠা... .. ...৮...কলাম...১... ...

124

কৃষি শুমারির রিপোর্ট

কৃষি শুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শুমারির মধ্যদিয়ে সংগৃহীত বহু মূল্যবান তথ্য এ রিপোর্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। পুরনো অনেক ধারণা নতুন এসব তথ্য-উপাত্ত পাল্টে দিয়েছে। কৃষি-বিষয়ক পরিসংখ্যানের দিক থেকে এতদিন আমাদের বড় ঘাটতি ছিল। বহু পরিসংখ্যানই ছিল অত্যন্ত পুরনো এবং এর বেশীরভাগ ব্যাপক কোন শুমারিভিত্তিক ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো ছিল বিভ্রান্তিকর। দেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ সম্পর্কে এর আগে সরকারী বিভিন্ন বিভাগে দেখা গেছে বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান। অন্যান্য তথ্যও যে সম্পূর্ণ সার্বিক এমন দাবী করার উপায় ছিল না। কৃষি শুমারির ফলে সে অভাব এবারে পূরণ হলো। দেশের উন্নয়ন প্রয়াসে সঠিক পরিসংখ্যানের অপরিহার্যতার কথা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। পরিসংখ্যান সঠিক না হলে যে কোন পরিকল্পনাই ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। আমাদের পরিকল্পনাগুলোর জন্য এ সমস্যা ছিল অত্যন্ত বাস্তব। এ শুমারির বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সে অভাব দূর করতে সহায়ক হবে।

কৃষিপ্রধান এ দেশে কৃষির উন্নয়নের ওপরই নির্ভর করছে জাতির ভাগ্য। কৃষি শুমারির তথ্য কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়াসে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। শুমারির রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, দেশে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ কৃষিনির্ভর। অন্যরা কৃষি বহির্ভূত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। আগে এর হার ছিল ৮০ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে।

শুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রাম এলাকায় কৃষি শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা রয়েছে ৫৪ লাখ ১৫ হাজার তিনশ'। দেশের মোট জমির পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লাখ ১৯ হাজার ৮৮৫ একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬৪ একর। মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে সিকি একর। শতকরা ৯ভাগ পরিবারের চাষাবাদ ও বসতভিটার জমি নেই। এক একরের বেশী চাষাবাদের জমি নেই এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৬৮ দশমিক ৮ ভাগ। এই তথ্য থেকে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে উৎকট বৈষম্য এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান ভূমি-হীনতার উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সরকার যদি এই লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলে ভূমি বন্টন পরিস্থিতির বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার প্রয়াসকে সার্থক করে তোলার জন্যে এসব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বর্তমানের পরিকল্পনাসমূহ ঢেলে সাজানোই হবে এখন প্রধান কাজ। পরিকল্পনা মন্ত্রী তাঁর ভাষণে কৃষি শুমারির এসব তথ্যের ভিত্তিতে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রাধিকারের দিকগুলো পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা দ্রুত ও অর্থবহ হতে হবে। সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে এসব তথ্য নিয়মিত সংশোধনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্যে অঞ্চল ও বিষয়-ভিত্তিক জরিপ, নমুনা জরিপ ইত্যাদি যেমন সহায়ক হতে পারে তেমনি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এমন ব্যাপকভিত্তিক কৃষি শুমারির ও নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।